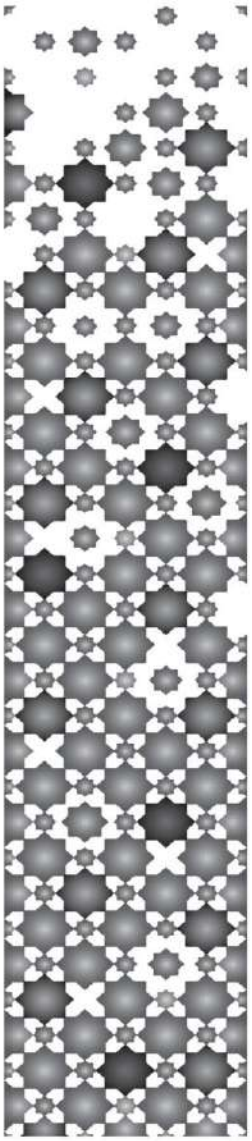

ইসলামের চার খলিফার জীবন ও কর্ম

মোস্তাক আহ্‌মাদ

প্রতীক

ভূমিকা

সমাজসংস্কারক ও সত্য প্রচারকরূপে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন বিশ্বের অতুলনীয় দৃষ্টান্তের অধিকারী এবং তাঁর প্রিয় সাহাবিগণের মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদার চার খলিফা ছিলেন উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। বিশ্বের বুকে আর কারো সাথিদের মধ্যে এত মহৎ গুণাবলির সমাহার ঘটেনি, যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রিয় সাহাবিদের জীবনে ঘটেছিল। তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন প্রিয় নবীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং তাঁর মহান শিক্ষা ও গুণে গুণান্বিত, বিশ্ববাসীর জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত।

সমাজের সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত করে আলোর দিশারিরূপে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যেমন ছিলেন মানবতার মহান দিশারি, তেমনি তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত ও মহান শিক্ষার আলোয় আলোকিত চার খলিফাও ছিলেন উজ্জ্বল নক্ষত্র।

তৎকালীন সময়ে মক্কার কাবাগৃহে কালো পাথরের অবস্থান, ফিজর যুদ্ধের করুণ কাহিনী এবং কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া ইত্যাদি ঘটনারাশি বহু আরববাসীকেই চিন্তিত করেছিল। এ সময় মানবতার মহান দিশারিরূপে মহানবীর আগমন আরববাসীকে এমন এক পথ ও মতের সন্ধান দিয়েছিল, যা তাদের জীবনব্যবস্থাকে শান্তি ও চিরকল্যাণের স্রোতে ভাসিয়ে এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস ও রাসুলের আদর্শকে আঁকড়ে ধরার অনুপম শিক্ষা দিয়েছিল। এত দিন যারা ছিল সর্বদা যুদ্ধ ও অরাজকতায় লিপ্ত, আজ প্রিয় নবী (সা.)-এর আহ্বানে তারা খুঁজে পেল শান্তি, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব ও কল্যাণের সাথে বেঁচে থাকার আধুনিক ধর্মমত ইসলাম।

মহানবী (সা.) বিশ্বমানবতার জন্য এক অনন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত রেখে যান এবং তাঁর পরবর্তীকালে নবীজির প্রিয় সাহাবায়ে আজমাইনদের

মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদার চার সাহাবা, যাঁরা ইসলামি খেলাফতের গুরুদায়িত্ব পালন করেছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রথম খলিফা ছিলেন হযরত আবুবকর (রা.), দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন হযরত ওমর (রা.), তৃতীয় খলিফা ছিলেন হযরত ওসমান জেন্নুরাইন (রা.) এবং ইসলামি দুনিয়ার চতুর্থ খলিফা ছিলেন শেরে খোদা হযরত মাওলা আলী (রা.)।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর এই মহান সাহাবায়ে কেরামের যুগকে ইসলামের স্বর্ণযুগ বলা হয়।

তাঁর সকলেই ছিলেন প্রিয় নবীজির অনুপম আদর্শ, শিক্ষা ও জীবনচরিতের পরিপূর্ণ অনুসারী। প্রিয় নবীজি এবং তাঁদের জীবনচরিতের শিক্ষা, আদর্শ ও কর্মধারা আমাদের সকলের জন্য জীবন চলার পাথেয় হিসেবে গ্রহণীয়।

আজকের কিশোর, তরুণ ও যুবসমাজের জন্য প্রিয় নবী (সা.)-এর আদর্শ জীবনের অপরিহার্য বিধান হিসেবে অগ্রগণ্য। তেমনিভাবে তাঁর প্রিয় সাহাবা আজমাইনগণের মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদার জীবনচরিতের শিক্ষা ও আদর্শও আমাদের সকল শ্রেণির পাঠকের জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত।

প্রিয় নবী (সা.)-এর প্রকৃত আদর্শ, অনুপম চরিত্র ও তাঁর প্রিয় সাহাবা আজমাইনগণের ত্যাগ ও আনুগত্যের মহান শিক্ষা-দীক্ষায় মুসলমান জাতি আজও নিজেদের গড়ে তুলতে পারেনি। তাই তো মুসলমান হয়েও প্রিয় নবীর অনুপম আদর্শ ও সঠিক শিক্ষা আমাদের সমাজ নির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারেনি।

তাই আসুন আমরা প্রিয় নবীজির আদর্শ, শিক্ষা ও কর্মধারার আলোকে নিজেদের পরিচালিত করার অঙ্গীকার গ্রহণ করি। এই গ্রন্থ সকল শ্রেণির পাঠকের জীবনকে সত্য ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করতে প্রেরণা দান করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

—মোস্তাক আহ্‌মাদ

সূচিপত্র

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর (রা.) ১৩
ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.) ৩৭
ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা.) ৫৭
ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত মাওলা আলী (রা.) ৬৫
সহায়ক গ্রন্থাবলি ১০৪

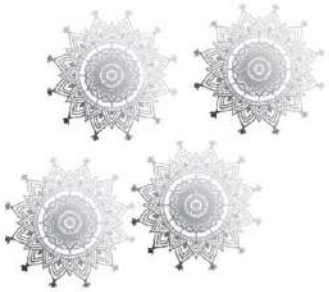

ইসলামের চার খলিফার জীবন ও কর্ম

ইসলামের প্রথম খলিফা
হযরত আবুবকর (রা.)

হযরত আবুবকর (রা.) ছিলেন ইসলামের প্রথম খলিফা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও নিবেদিতপ্রাণ সহচর। হাতির বছরের (অর্থাৎ যে বছর হস্তীবাহিনী কাবাশরীফ ধ্বংস করতে গিয়েছিল) আড়াই বছর পর অথবা হিজরি সাল গণনার পঞ্চাশ বছর ছয় মাস পূর্বে তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে তিনি আবুল কা'ব নামে পরিচিত ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর মহানবী (সা.) তাঁর নতুন নাম দেন আবদুল্লাহ এবং খেতাব প্রদান করেন সিদ্দিক নামে। তিনি বিখ্যাত কুরাইশ বংশের বনি তাইম গোত্রভুক্ত এবং মহানবীর সপ্তম পূর্বপুরুষের সাথে তাঁর গোত্রের সম্পর্ক ছিল। ইসলাম গ্রহণের আগে ও পরে তিনি আরবের সম্মানিত নেতৃবৃন্দের অন্যতম ছিলেন। তাঁর পৈতৃক পেশা ছিল ব্যবসা এবং তিনি নিজেই কখনো কখনো ব্যবসাসংক্রান্ত কাজে সিরিয়া ও ইয়েমেনে যেতেন।

হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে তাঁর পূর্বপরিচয় ছিল।

হযরত আবুবকর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে বলা হয়, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মহাব্রতের শুরুতেই কঠিন দিনগুলোতে তিনি একজন অকৃত্রিম বন্ধু পান, তাঁর নাম হযরত আবুবকর বিন কুহাফা আল তাইয়িনি। তাঁরা সর্বদা একে অন্যের বাড়িতে যেতেন। আবুবকর (রা.) হযরতকে জানতেন একজন সৎ, সাধু ও সত্যবাদী হিসেবে। হযরত আবুবকর (রা.) একজন ধনী বণিক ছিলেন। কুরাইশগণের মধ্যে আবুবকরের সামাজিক খ্যাতি ও প্রভাব ছিল অসাধারণ। তাঁকে যদিও 'আল আমিন' বা বিশ্বাসী উপাধি দেওয়া হয়নি, তবু তিনি ছিলেন হযরতের পরবর্তী ব্যক্তি, যাঁকে মক্কার কাফের-মুশরিক সবাই সম্মান করতেন এবং ভালো মানুষ হিসেবে জানতেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁকে সিদ্দিক বা সত্যবাদী উপাধিতে ভূষিত করেন। হযরত তাঁর ইসলাম প্রচারের কথা কুরাইশ

গোত্রের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য চিন্তা করতে থাকলেন এবং এর জন্য দু-একজনকে প্রতিনিধিরূপে মনে মনে স্থির করলেন।

তাঁদের মধ্যে একজন হলেন হযরত আবুবকর (রা.)। তিনি আবুবকর (রা.)-কে পূর্ণভাবে আপন আস্থাভাজন করে তোলেন। তাঁকে সমস্ত কাহিনী খুলে বললেন, হেরা গুহার কাহিনী, আপন বাড়িতে ফেরেশতা জিবরাইলের আগমন, অতঃপর পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনা ইত্যাদি। এসব কথা বলার পর তিনি হযরত আবুবকরকে প্রস্তাব দিলেন, এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করতে ও পুতুলপূজা পরিত্যাগ করতে।

হযরত আবুবকর (রা.) এতটুকুও দ্বিধা না করেই সঙ্গে সঙ্গে হযরতের নিকট ইসলাম গ্রহণ করে হযরতের বাণীকে বিশ্বাস করে নিলেন। এই প্রসঙ্গে কোরআন শরিফে একটি সুন্দর আয়াত আছে, 'যারা সত্যসহ এসেছে এবং যারা সত্যকে সত্য বলে মেনেছে, তারাই তো সাবধানী।'

হযরত আবুবকর (রা.) তাঁর আনুগত্যের কথা আল্লাহ্ এবং তাঁর দূতের নিকট জানলেন ও জানালেন তাঁর বন্ধুমহলে। তিনি ছিলেন আরবের অন্যতম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তাই কোনো ব্যক্তিই তাঁকে জিজ্ঞাসা না করে কোনো কাজ করত না। এভাবে আরবের মহৎ ব্যক্তিগণ প্রায় সবাই হযরত আবুবকরের দেখাদেখি 'ইসলাম' গ্রহণ করলেন। এখানে আবুবকর ছিলেন দূতের দূত। প্রথম তিনি যাঁদের সঙ্গে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আলোচনা করেন, তাঁদের নাম—

১. হযরত ওসমান বিন আফফান (রা.)
২. হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.)
৩. হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ (রা.)
৪. হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)
৫. হযরত জুবাইর বিন আওয়াম (রা.)
৬. হযরত উবাইদা বিন জাররাহ (রা.) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

বিভিন্ন হাদিস ও ইতিহাস মারফত জানা যায়, মহানবীর ওপর ওহি নাজিলের সময় হযরত আবুবকর (রা.) ছিলেন ইয়েমেনে। মক্কায় ফিরে আসার পর কুরাইশ নেতা আবু জেহেল, ওতবা, শায়বা প্রমুখ তাঁর সামনেই হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়তের ঘোষণা নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে লাগল। এতে আবুবকর অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়লেন এবং দ্রুত মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। 'তারিখ-উল-খোলাফা' গ্রন্থের রচয়িতা সয়ুতি মহানবী (সা.)-এর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, 'যখনই আমি কাউকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি, সে ইসলাম কবুলের পূর্বে কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রকাশ করেছে। কিন্তু একমাত্র ব্যতিক্রম আবুবকর (রা.)। তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ইসলাম কবুল করেন।'

ইসলাম গ্রহণের পর এই নতুন ধর্মমতের প্রতি হযরত আবুবকর (রা.) ছিলেন অত্যন্ত মনোযোগী এবং প্রিয় নবীজির প্রতি সীমাহীন আনুগত্যশীল।

যখনই হযরত আবুবকর (রা.) কাউকে ইসলামের মর্মবাণী বোঝাতে সক্ষম হতেন, তখনই তিনি তাঁকে হযরতের কাছে নিয়ে আসতেন, সেখানে তিনি ইসলামে দাখিল হতেন। অতঃপর নবী মুহাম্মদ (সা.) তাঁকে প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। কিন্তু ইসলামে দীক্ষিত মুসলমানগণের ওপর প্রথম যুগের প্রথম কর্তব্য ছিল সালাত বা 'নামাজ'। প্রথম যুগে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল অতি অল্প, তাই তাঁরা কুরাইশদের ভয়ে তাঁদের বিশ্বাসকে গোপন করতেন এবং তাঁরা মক্কার বাইরে গিয়ে প্রার্থনা করতেন। নবী ছিলেন তাঁদের সবার প্রতি দয়ালু অভিভাবক, ভ্রাতা, শিক্ষক। তিনি অধিকাংশ রাত জেগে কাটাতেন আপন ইবাদতে। দিনের বেলায় তিনি ঘরে ঘরে ঘুরতেন, যেখানে দুঃখী, দুর্বল, যেখানে গরিব, দরিদ্র, ভিখারির আর্তনাদ শুনতে পেতেন। তিনি তাদের প্রত্যেককে সাহায্য করতেন। কাউকে টাকা দিয়ে, কাউকে সান্ত্বনা দিয়ে, কাউকে সেবা দিয়ে দীন-দরিদ্রের অন্তর তিনি জয় করেন।

এভাবে আরব সম্ভ্রান্তগণের কিছু অংশ যেমন ইসলামে দীক্ষিত হলেন, ওদিকে দীন-দুঃখীদের বেশ কিছু অংশও ইসলামে দাখিল হলেন এবং যাঁরা দাখিল হলেন, প্রত্যেকেই লক্ষ করলেন, তাদের প্রত্যেকের জীবনের জয়যাত্রা অন্ধকার থেকে আলোর দিকে চলতে শুরু করেছে। তাঁরা এমন এক শান্তি-সম্প্রীতি ও কল্যাণের দিকে এগিয়ে চললেন, যেখানে সত্য-সুন্দর ও চিরমুক্তির দূত বিশ্বনবীর ভালোবাসা এক আল্লাহ্‌র নৈকট্য প্রাপ্তির সাথে সাথে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সমৃদ্ধির পথে সফলতা দান করল।

প্রথম তিন বছর হযরত মুহাম্মদ (সা.) গোপনে ধর্ম প্রচার চালিয়ে তাঁর পরিচিত ব্যক্তিবর্গ, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের মধ্য হতে ৪০ জনকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। এইভাবে তিন বছর অতিক্রান্ত হলো। তখন বেশ কিছুসংখ্যক নরনারী ইসলামে দীক্ষা লাভ করেছেন। এখন আর এটা গোপন থাকতে পারে না। আরববাসী তখন এখানে-ওখানে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নতুন ধর্মমত, তাঁর নতুন শিষ্যদের সম্পর্কে নানা জল্পনা-কল্পনা করতে আরম্ভ করল। ধর্মযাজকগণ মৃদু আঘাতও দিতে থাকল। কেননা তাদের কায়েমি স্বার্থে আঘাত লাগল। তারা ভাবল তাদের প্রধান পুতুল-হুবাল, লাত, মানাত, উয্‌যা নাইলা ইত্যাদির জন্য তারা জীবনে কত গভীর ত্যাগ স্বীকার করেছে এবং পরিশেষে বিজয়ী হয়েছে। তারা ভাবল বহু আরব, যারা হাজারে হাজারে খ্রিষ্টান ও ইহুদি, তারাই যখন তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি, সেখানে মুহাম্মদ (সা.) একাকী এবং তাঁর সামান্য কজন শিষ্য কী করতে পারে?

এইভাবে তারা আপন শক্তি-সম্পদের ভারে অন্ধ হয়ে ঘুমিয়ে রইল। কিন্তু বিশ্বনবীর দ্বীন প্রচারের কাজ বন্ধ রইল না। তিনি প্রতিনিয়তই আল্লাহ্‌র অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য চরম বাধার মুখেও অব্যাহতভাবে পালন করতে লাগলেন।

এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে প্রবীণদের মধ্যে হযরত আবুবকর, তরুণদের মধ্যে হযরত আলী (রা.) এবং মহিলাদের মধ্যে হযরত খাদিজাতুল কোবরা (রা.) প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আবুবকর (রা.) সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি তাঁর সমুদয় সম্পদ হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর কাছে পেশ করলেন। এ ছাড়া অনেক ক্রীতদাস ক্রয় করে তিনি মুক্তি দেন। তাঁদের মধ্যে হযরত বিলাল (রা.)ও ছিলেন, যাঁকে ইসলাম গ্রহণের দায়ে অবর্ণনীয় নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে।

নতুন ধর্মে বিশ্বাসী হওয়ার অপরাধে তাঁর মনিবের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে একদিন তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। এ ধরনের তিক্ত ও মারাত্মক বিরোধিতার মুখে নবী করিম (সা.) ও তাঁর সঙ্গীরা যে সাহসিকতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছেন, তা যুগ যুগ ধরে ইসলামের অনুসারীদের কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

ঘটনাচক্রে জানা যায়, একদা ইসলামের কেন্দ্রভূমি মদিনা নগরী দুশমনের হামলায় গুরুতর হুমকির কবলে পড়ে। এমতাবস্থায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এই অনিবার্য বিপদ প্রতিরোধের ব্যয় নির্বাহের জন্য তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানালেন। মহানবীর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে হযরত ওমর (রা.) মুসলমানদের মধ্যে ধনবান ব্যক্তি। তিনি ইসলামের খেদমতে হযরত আবুবকর (রা.)-এর চাইতে অধিকতর অবদান রাখার সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি দ্রুত বাড়ি গিয়ে তাঁর সম্পদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ রাসুল (সা.)-এর কাছে হাজির করলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) তা দেখে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'তোমার পরিবারের লোকদের জন্য কিছু রেখে এসেছ নাকি?'

হযরত ওমর (রা.) উত্তর দিলেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.) আমার সম্পত্তির অর্ধেকটা সন্তানদের জন্য রেখে এসেছি।'

মহানবীর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে হযরত আবুবকর (রা.) যখন তাঁর সম্পদ নিয়ে এলেন, তখন রাসুলে খোদা তাঁকেও একই প্রশ্ন করলেন, 'হে আবুবকর! তোমার পরিবারের জন্য কিছু রেখে এসেছ কি?' সাথে সাথে তিনি জবাব দিলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ (সা.), আমার পরিবারের জন্য শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসুলকে রেখে এসেছি।' অর্থাৎ তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ প্রিয় নবীজির